২৮।৬।২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৫....

যশোরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নামে ঘুষ আদায় করা হচ্ছে ॥ শিক্ষার মান নিম্নমুখী

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ যশোরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নামে ঘুষ আদায় করা হচ্ছে। মাধ্যমিক এবং কলেজিয়েট স্কুলগুলোর পরিচালনা কমিটি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে মোটা অঙ্কের 'ডোনেশন' আদায় করছে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাছ থেকে। অথচ এ টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে না। এতে করে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যশোর জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের সময় ঘুষ নেয়া হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং পরিচালনা কমিটির সদস্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাছ থেকে এককালীন মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে থাকেন। তবে তাঁরা একে ঘুষ গ্রহণ না বলে 'ডোনেশন' বলে থাকেন। মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে ৬০ হাজার থেকে এক লাখ, কলেজিয়েট স্কুলের ক্ষেত্রে এক থেকে দেড় লাখ এবং মাদ্রাসাগুলোতে ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা দিতে হয় একজন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে। তবে সব বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকা দেয়া লাগে না। যেমন ইংরেজী, কৃষি ডিপ্লোমাসহ কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষক পাওয়া কঠিন। তাই তাঁদের ভাগ্য ভাল। ডোনেশন দেয়া লাগে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে এ টাকা আদায় করা হলেও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এ টাকা ব্যয় হয় না। টাকা দিতে না পারায় অনেক ভাল ছাত্রও শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায় না।

সম্প্রতি যশোর সদর উপজেলার সাড়াপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। এলাকাবাসী জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর এক অভিযোগ করে বলেছে, স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি শিক্ষক নিয়োগের নামে কয়েক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা নিয়েছে। এর আগে অর্থ নিয়ে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

ভূগোলে এমএ পাস একজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ইংরেজীর শিক্ষক হিসাবে। এ ব্যাপারে যশোর জেলা শিক্ষা অফিসার সাধন কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, নিয়োগের নামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডোনেশন আদায় করছে এ রকম অভিযোগ পেলে তিনি তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন।